একষষ্টিতম অধ্যায়

শ্রীবলরাম রুক্মীকে বধ করলেন

এই অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুত্র, পৌত্র ও অন্যান্য সন্ততিগণের তালিকা দেওয়া হয়েছে। কিভাবে শ্রীবলরাম অনিরুদ্ধের বিবাহ অনুষ্ঠানে রুক্মীকে বধ করেছিলেন এবং কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পুত্র ও কন্যাদের বিবাহের আয়োজন করেছিলেন, এই অধ্যায়ে সেই বিষয়েও বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে পূর্ণ তত্ত্ব না বুঝে তাঁর পত্নীরা প্রত্যেকেই মনে করতেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু সর্বক্ষণ তাঁর প্রাসাদে রয়েছেন, তাই তিনিই বুঝি তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী। তাঁরা সকলেই শ্রীভগবানের সৌন্দর্য ও তাঁদের সঙ্গে তাঁর প্রেমালাপে মুগ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের মনোহর ভ্রূভঙ্গী দিয়ে বা অন্য কোনও উপায়েই তাঁর মন আলোড়িত করতে তাঁরা পারেননি। ব্রহ্মার মতো দেবতাদেরও দুর্জ্ঞেয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করে শ্রীভগবানের রাণীরা সর্বদা তাঁর সঙ্গলাভে উৎসুক হতেন। তাই, যদিও তাঁদের প্রত্যেকেরই লক্ষ লক্ষ দাসী ছিল, তবু তাঁরা নিজেরাই তাঁর সেবা করতেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পত্নীদের প্রত্যেকের দশটি করে সন্তান ছিল, যাদের প্রত্যেকের ঔরসেও বহু পুত্র ও পৌত্র হয়েছিল। রুক্মীর কন্যা রুক্মবতীর গর্ভে প্রদ্যুম্নের ঔরসে অনিরুদ্ধের জন্ম হয়। যদিও শ্রীকৃষ্ণ রুক্মীকে অপদস্থ করেছিলেন, তবু রুক্মী তার ভগ্নীকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে প্রদ্যুম্নের সঙ্গে বিবাহের জন্য তার কন্যাকে, এবং অনিরুদ্ধের সঙ্গে বিবাহের জন্য তার পৌত্রীকে অর্পণ করেছিল। কৃতবর্মার পুত্র বলী রুক্মিণীর কন্যা চারুমতীকে বিবাহ করেছিলেন।

অনিরুদ্ধের বিবাহে শ্রীবলরাম, শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য যাদবগণ ভোজকট নগরে রুক্মীর প্রাসাদে গিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানের পরে, রুক্মী শ্রীবলদেবকে পাশা খেলার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করে। প্রথম দ্বন্দ্বে রুক্মী বলদেবকে পরাস্ত করলে শ্রীভগবানের দিকে তাকিয়ে কলিঙ্গরাজ তার সবকটি দাঁত বার করে হেসে উঠেছিল। পরের দ্বন্দ্বে ভগবান শ্রীবলদেব জিতলেন, কিন্তু রুক্মী পরাজয় স্বীকার করতে প্রত্যাখ্যান করল। তখন আকাশ হতে একটি কণ্ঠস্বর ঘোষণা করে বলেছিল যে, প্রকৃতপক্ষে বলদেবই জয়লাভ করেছিলেন।

কিন্তু রুক্মী অসৎ রাজাদের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে বলদেবকে এই বলে মুখের উপর অপমান করল যে, তিনি গাভী চরাতে অবশ্যই অভিজ্ঞ, কিন্তু পাশা খেলার কিছুই জানেন না। এইভাবে অপমানিত হয়ে, শ্রীবলদেব ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর গদা

দিয়ে প্রহার করে রুক্মীকে নিহত করলেন। তখন কলিঙ্গরাজ পালাবার চেষ্টা করল, কিন্তু শ্রীবলদেব তাকে ধরে এনে তার সমস্ত দাঁত উৎপাটিত করলেন। তারপর অন্যান্য অসৎ রাজারা, বলদেবের আঘাতে আহত উরু, বাহু ও মস্তকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হতে হতে চতুর্দিকে পলায়ন করল। তাঁর শ্যালকের মৃত্যুতে, রুক্মিণী অথবা বলদেবের প্রেম বন্ধন ভঙ্গ হবার ভয়ে, শ্রীকৃষ্ণ অনুমোদন অথবা অননুমোদন কোন ভাবই প্রকাশ করলেন না।

শ্রীবলদেব ও অন্যান্য যাদবগণ তখন অনিরুদ্ধ ও তার বধূকে একটি সুন্দর রথে উপবেশন করালেন এবং তাঁরা সকলে দ্বারকার দিকে যাত্রা করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

একৈকশস্তাঃ কৃষ্ণস্য পুত্রান্ দশদশাবলাঃ ।
অজীজনন্ননবমান্ পিতুঃ সর্বাত্মসম্পদা ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এক-একশঃ**—তাদের প্রত্যেকে; **তাঃ**—তারা; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **পুত্রান্**—পুত্রের; **দশ-দশ**—প্রত্যেকে দশটি; **অবলাঃ**—পত্নীগণ; **অজীজনন্**—জন্ম দান করেছিলেন; **অনবমান্**—নিকৃষ্ট নয়; **পিতুঃ**—তাদের পিতার থেকে; **সর্ব**—সকল; **আত্ম**—তাঁর নিজ; **সম্পদা**—ঐশ্বর্যসমূহ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পত্নীগণের প্রত্যেকে দশ জন পুত্রের জন্ম দান করেছিলেন, যাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের পিতার সকল নিজস্ব ঐশ্বর্য সমন্বিত হওয়ায়, তাঁদের পিতার থেকে তাঁরা কেউ হীনগুণ হয়নি।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের ১৬,১০৮জন পত্নী ছিলেন, আর তাই এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে, শ্রীভগবান ১৬১,০৮০ জন পুত্র উৎপন্ন করেছিলেন।

শ্লোক ২

গৃহাদনপগং বীক্ষ্য রাজপুত্র্যোঽচ্যুতং স্থিতম্ ।
প্রেষ্ঠং ন্যমংসত স্বং স্বং ন তত্তত্ত্ববিদঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ২ ॥

গৃহাৎ—তাঁদের প্রাসাদ হতে; **অনপগম্**—কখনও নির্গত হননি; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **রাজ-পুত্র্যাঃ**—রাজকন্যাগণ; **অচ্যুতম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **স্থিতম্**—স্থিত; **প্রেষ্ঠম্**—অত্যন্ত প্রিয়;

ন্যমংসত—তাঁরা মনে করেছিলেন; **স্বম্ স্বম্**—প্রত্যেকে নিজেকে; **ন**—না; **তৎ**—তাঁর সম্বন্ধে; **তত্ত্ব**—সত্য; **বিদঃ**—অবগত হয়ে; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রীগণ।

অনুবাদ

যেহেতু এই সমস্ত রাজকন্যারা প্রত্যেকেই ভগবান অচ্যুতকে কখনই তাঁর প্রাসাদ থেকে বেরুতে দেখতেন না, তাই তাঁরা প্রত্যেকেই নিজেকে শ্রীভগবানের প্রিয়তমা বলে ভাবতেন। এই রমণীরা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে পূর্ণ সত্য বুঝতেই পারেননি।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ কেবলমাত্র তাঁর পত্নীদের অনুমতি নিয়েই প্রাসাদ ছেড়ে বেরুতেন এবং তাই প্রত্যেকেই নিজেকে তাঁর প্রিয়তমা বলেই মনে করতেন।

শ্লোক ৩

চার্বম্বুজকোশবদনায়তবাহুনেত্র-
সপ্রেমহাসরসবীক্ষিতবল্গুজল্পৈঃ ।
সম্মোহিতা ভগবতো ন মনো বিজেতুং
স্বৈর্বিভ্রমৈঃ সমশকন্ বনিতা বিভূম্নঃ ॥ ৩ ॥

চারু—মনোরম; **অম্বুজ**—পদ্মের; **কোশ**—কোষ (তুল্য); **বদন**—তাঁর মুখমণ্ডল দ্বারা; **আয়ত**—সুবিস্তৃত; **বাহু**—তাঁর দুই বাহু দিয়ে; **নেত্র**—এবং দুই চোখ; **সপ্রেম**—প্রেমময়ী; **হাস**—হাস্যের; **রস**—সরস; **বীক্ষিত**—তাঁর দৃষ্টিপাত দ্বারা; **বল্গু**—আকর্ষণীয়; **জল্পৈঃ**—এবং তাঁর বাক্য দ্বারা; **সম্মোহিতাঃ**—সম্পূর্ণরূপে মোহিত; **ভগবতঃ**—শ্রীভগবানের; **ন**—না; **মনঃ**—মন; **বিজেতুম্**—জয় করার জন্য; **স্বৈঃ**—তাঁদের নিজেদের; **বিভ্রমৈঃ**—বিভ্রম; **সমশকন্**—সমর্থ ছিলেন; **বনিতাঃ**—রমণীরা; **বিভূম্নঃ**—পরিপূর্ণস্বরূপ।

অনুবাদ

শ্রীভগবানের পত্নীরা তাঁর মনোহর পদ্মসদৃশ মুখমণ্ডল, তাঁর সুবিস্তৃত দুই বাহু ও নয়ন, তাঁর হাস্যময় প্রেমময়ী দৃষ্টি এবং তাঁদের সঙ্গে তাঁর মনোরম বাক্যালাপে সম্পূর্ণরূপে মোহিত হয়েই ছিলেন। কিন্তু তাঁদের সকল বিমুগ্ধতা সত্ত্বেও এই সকল রমণীরা সর্বশক্তিমান ভগবানের মন জয় করতে পারেননি।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের রাণীরা ভগবানের যথার্থ তত্ত্ব বুঝতেই পারেননি। এই তত্ত্ব বর্তমান শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীভগবান সর্বশক্তিমান, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অনন্ত ঐশ্বর্যসম্পন্ন।

শ্লোক ৪

স্মায়াবলোকলবদর্শিতভাবহারি-
ভ্রূমণ্ডলপ্রহিতসৌরতমন্ত্রশৌণ্ডৈঃ ।
পত্ন্যস্তু ষোড়শসহস্রমনঙ্গবাণৈর্
যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং করণৈর্ন শেকুঃ ॥ ৪ ॥

স্মায়—গূঢ় হাস্যময়; **অবলোক**—দৃষ্টিপাতের; **লব**—লক্ষণ দ্বারা; **দর্শিত**—দর্শিত; **ভাব**—অভিপ্রায় দ্বারা; **হারি**—মুগ্ধকর; **ভ্রূ**—ভ্রূ'র; **মণ্ডল**—ভঙ্গী দ্বারা; **প্রহিত**—প্রস্থাপিত; **সৌরত**—সুরত; **মন্ত্র**—বার্তার; **শৌণ্ডৈঃ**—প্রগল্‌ভ; **পত্ন্যঃ**—পত্নীরা; **তু**—কিন্তু; **ষোড়শ**—ষোল; **সহস্রম্**—সহস্র; **অনঙ্গ**—কামদেবের; **বাণৈঃ**—বাণ দ্বারা; **যস্য**—যাঁর; **ইন্দ্রিয়ম্**—ইন্দ্রিয়াদি; **বিমথিতুম্**—বিক্ষোভিত করতে; **করণৈঃ**—এবং অন্যান্য উপায় দ্বারা; **ন শেকুঃ**—অসমর্থ ছিলেন।

অনুবাদ

এই সকল ষোড়শ সহস্র রাণীর ভ্রূমণ্ডল লাজুক হাস্যযুক্ত কটাক্ষপাতের সাহায্যে তাঁদের গোপন অভিপ্রায়গুলি মনোমুগ্ধকরভাবে ব্যক্ত করত। এইভাবে তাঁদের ভ্রূ সঞ্চালন সুস্পষ্টভাবেই দাম্পত্য বার্তা অভিব্যক্ত করত, তবুও কামদেবের এই ধরনের বাণে এবং সেইসঙ্গে অন্যান্য উপায়েও তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়াদিকে ক্ষোভিত করতে পারতেন না।

শ্লোক ৫

ইত্থং রমাপতিমবাপ্য পতিং স্ত্রিয়স্তা
ব্রহ্মাদয়োঽপি ন বিদুঃ পদবীং যদীয়াম্ ।
ভেজুর্মুদাবিরতমেধিতয়ানুরাগ-
হাসাবলোকনবসঙ্গমলালসাদ্যম্ ॥ ৫ ॥

ইত্থম্—এইভাবে; **রমা-পতিম্**—লক্ষ্মীদেবীর পতি; **অবাপ্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **পতিম্**—তাঁদের পতিরূপে; **স্ত্রিয়ঃ**—রমণীরা; **তাঃ**—তাঁরা; **ব্রহ্ম-আদয়ঃ**—শ্রীব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতাগণ; **অপি**—এমন কি; **ন বিদুঃ**—অবগত নন; **পদবীম্**—প্রাপ্ত হওয়ার উপায়; **যদীয়াম্**—যাঁকে; **ভেজুঃ**—অংশী হন; **মুদা**—আনন্দের সঙ্গে; **অবিরতম্**—অবিরত; **এধিতয়া**—বৃদ্ধিশীল; **অনুরাগ**—অনুরাগ; **হাস**—মৃদু হাস্য; **অবলোক**—দৃষ্টিপাত; **নব**—নব; **সঙ্গম**—অন্তরঙ্গ সঙ্গের জন্য; **লালসা**—আগ্রহ; **আদ্যম্**—প্রভৃতি।

অনুবাদ

যদিও ব্রহ্মার মতো মহান দেবতারাও কিভাবে তাঁর কাছে যেতে হয়, তা জানেন না, তবুও সেই সকল রমণীরা লক্ষ্মীপতিকে তাঁদের পতিরূপে পেয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে হাস্যযুক্ত দৃষ্টি বিনিময় করে, তাঁর সঙ্গে নব-সঙ্গম বিষয়ে ঔৎসুক্য ও নানাভাবে আনন্দ উপভোগ করে নিত্য বিকশিত আনন্দের সঙ্গে তাঁর প্রতি তাঁরা অনুরাগ অনুভব করতেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের জন্য রাণীরা যে গভীর দাম্পত্য অনুরাগ অনুভব করতেন, এই শ্লোকে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৬

প্রত্যুদ্গমাসনবরার্হণপাদশৌচ-
তাম্বূলবিশ্রমণবীজনগন্ধমাল্যৈঃ ।
কেশপ্রসারশয়নস্নপনোপহার্যৈঃ
দাসীশতা অপি বিভোর্বিদধুঃ স্ম দাস্যম্ ॥ ৬ ॥

প্রত্যুদ্গম—অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা করা; **আসন**—আসন নিবেদন; **বর**—উত্তম; **অর্হণ**—অর্চনা; **পাদ**—তাঁর দুই চরণ; **শৌচ**—ধৌত করা; **তাম্বূল**—পান সুপারি প্রদান; **বিশ্রমণ**—বিশ্রামের জন্য তাঁকে সাহায্য করা (তাঁর পাদমর্দন করে); **বীজন**—বাতাস করা; **গন্ধ**—সুগন্ধি দ্রব্য প্রদান; **মাল্যৈঃ**—এবং ফুলের মালা; **কেশ**—তাঁর কেশ; **প্রসার**—প্রসাধন দ্বারা; **শয়ন**—তাঁর শয্যা প্রস্তুত করা; **স্নপন**—তাঁকে স্নান করানো; **উপহার্যৈঃ**—এবং উপহার প্রদান দ্বারা; **দাসী**—দাসী; **শতাঃ**—শত শত রয়েছে; **অপি**—তবুও; **বিভোঃ**—সর্বশক্তিমান ভগবানের জন্য; **বিদধুঃ স্ম**—তাঁরা পালন করেছিলেন; **দাস্যম্**—দাস্য।

অনুবাদ

যদিও শ্রীভগবানের রাণীদের প্রত্যেকের শত শত দাসী ছিল, তবুও তাঁরা নিজেরা, তাঁকে বিনম্রভাবে অভ্যর্থনা করে, তাঁকে আসন প্রদান করে, শ্রেষ্ঠ সামগ্রী দিয়ে তাঁর অর্চনা করে, তাঁর পাদপ্রক্ষালন ও মর্দন করে, চিবানোর জন্য তাঁকে পান সুপারি দিয়ে, তাঁকে বাতাস করে, তাঁকে সুগন্ধ বাটা-চন্দন অনুলেপন করে, তাঁকে ফুলমালায় শোভিত করে, তাঁর কেশ প্রসাধন করে, তাঁর শয্যা প্রস্তুত করে, তাঁকে স্নান করিয়ে এবং তাঁকে বিভিন্ন উপহার প্রদান করে, স্বয়ং শ্রীভগবানের সেবা করতে পছন্দ করতেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বর্ণনা করছেন যে, শ্রীভগবানের রাণীদের সঙ্গে শ্রীভগবানের এইসকল মহিমাময় লীলাসম্ভার বর্ণনা করার জন্য শুকদেব গোস্বামী এমনই আগ্রহী যে, তিনি এই সকল শ্লোকের পুনরাবৃত্তি করেছেন। যেমন, এই অধ্যায়ের শ্লোক ৫-এর সঙ্গে এই স্কন্ধের ঊনষাট অধ্যায়ের শ্লোক ৪৪-এর প্রায় একই রকমের মিল রয়েছে এবং শ্লোক ৬-এর সঙ্গে ঐ অধ্যায়ের শ্লোক ৪৫-এর মিল রয়েছে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিশ্লেষণ করছেন যে, *বরার্হণ* (উত্তম অর্ঘ) কথাটি বোঝায় যে, রাণীরা শ্রীভগবানকে পুষ্পাঞ্জলি এবং রত্নাঞ্জলি প্রদান করতেন।

শ্লোক ৭

তাসাং যা দশপুত্রাণাং কৃষ্ণস্ত্রীণাং পুরোদিতাঃ ।
অষ্টৌ মহিষ্যস্তৎপুত্রান্ প্রদ্যুম্নাদীন্ গৃণামি তে ॥ ৭ ॥

তাসাম্—তাঁদের মধ্যে; **যাঃ**—যে; **দশ**—দশ; **পুত্রাণাম্**—পুত্র; **কৃষ্ণ-স্ত্রীণাম্**—শ্রীকৃষ্ণের পত্নীরা; **পুরা**—ইতিপূর্বে; **উদিতাঃ**—উল্লেখিত হয়েছেন; **অষ্টৌ**—আট; **মহিষ্যঃ**—প্রধানা রাণীরা; **তৎ**—তাঁদের; **পুত্রান্**—পুত্রেরা; **প্রদ্যুম্ন-আদিন্**—প্রদ্যুম্ন প্রমুখ; **গৃণামি**—আমি বলব; **তে**—আপনার জন্য।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের রাণীদের মধ্যে ইতিপূর্বে আমি আটজন প্রধান মহিষীর উল্লেখ করেছি যাঁদের প্রত্যেকের দশজন করে পুত্র ছিল। আমি এখন আপনাকে ঐ আট মহিষীর প্রদ্যুম্ন প্রমুখ পুত্রদের নাম বলব।

শ্লোক ৮-৯

চারুদেষ্ণঃ সুদেষ্ণশ্চ চারুদেহশ্চ বীর্যবান্ ।
সুচারুশ্চারুগুপ্তশ্চ ভদ্রচারুস্তথাপরঃ ॥ ৮ ॥
চারুচন্দ্রো বিচারুশ্চ চারুশ্চ দশমো হরেঃ ।
প্রদ্যুম্নপ্রমুখা জাতা রুক্মিণ্যাং নাবমাঃ পিতুঃ ॥ ৯ ॥

চারুদেষ্ণঃ সুদেষ্ণঃ চ—চারুদেষ্ণ ও সুদেষ্ণ; **চারুদেহঃ**—চারুদেহ; **চ**—এবং; **বীর্যবান্**—বলশালী; **সুচারুঃ চারুগুপ্তঃ চ**—সুচারু ও চারুগুপ্ত; **ভদ্রচারুঃ**—ভদ্রচারু; **তথা**—তথা; **অপরঃ**—অন্য; **চারুচন্দ্রঃ বিচারুঃ চ**—চারুচন্দ্র ও বিচারু; **চারুঃ**—চারু; **চ**—ও; **দশমঃ**—দশম; **হরেঃ**—শ্রীহরি দ্বারা; **প্রদ্যুম্ন-প্রমুখাঃ**—প্রদ্যুম্ন প্রমুখ; **জাতাঃ**—উৎপন্ন করেছিলেন; **রুক্মিণ্যাম্**—রুক্মিণীর গর্ভে; **ন**—না; **অবমাঃ**—নিকৃষ্ট; **পিতুঃ**—তাঁদের পিতার তুলনায়।

অনুবাদ

রাণী রুক্মিণীর প্রথম পুত্র ছিলেন প্রদ্যুম্ন, এছাড়াও চারুদেষ্ণ, সুদেষ্ণ এবং সুচারু সহ বলশালী চারুদেহ, চারুগুপ্ত, ভদ্রচারু, চারুচন্দ্র, বিচারু এবং দশম পুত্র চারু তাঁর গর্ভে জাত হয়েছিলেন। শ্রীহরির এই সকল পুত্রের কেউই তাঁর পিতার তুলনায় হীন ছিলেন না।

শ্লোক ১০-১২

ভানুঃ সুভানুঃ স্বর্ভানুঃ প্রভানুর্ভানুমাংস্তথা ।
চন্দ্রভানুর্বৃহদ্ভানুরতিভানুস্তথাষ্টমঃ ॥ ১০ ॥
শ্রীভানুঃ প্রতিভানুশ্চ সত্যভামাত্মজা দশ ।
শাম্বঃ সুমিত্রঃ পুরুজিচ্ছতজিচ্চ সহস্রজিৎ ॥ ১১ ॥
বিজয়শ্চিত্রকেতুশ্চ বসুমান্ দ্রবিড়ঃ ক্রতুঃ ।
জাম্ববত্যাঃ সুতা হ্যেতে সাম্বাদ্যাঃ পিতৃসম্মতাঃ ॥ ১২ ॥

ভানুঃ সুভানুঃ স্বর্ভানুঃ—ভানু, সুভানু এবং স্বর্ভানু; **প্রভানুঃ ভানুমান্**—প্রভানু ও ভানুমান; **তথা**—তথা; **চন্দ্রভানুঃ বৃহৎভানু**—চন্দ্রভানু ও বৃহৎভানু; **অতিভানুঃ**—অতিভানু; **তথা**—তথা; **অষ্টমঃ**—অষ্টম; **শ্রীভানুঃ**—শ্রীভানু; **প্রতিভানুঃ**—প্রতিভানু; **চ**—এবং; **সত্যভামা**—সত্যভামার; **আত্মজাঃ**—পুত্রগণ; **দশ**—দশ; **শাম্বঃ সুমিত্রঃ পুরুজিৎ শতজিৎ চ সহস্রজিৎ**—শাম্ব, সুমিত্র, পুরুজিৎ, শতজিৎ এবং সহস্রজিৎ; **বিজয়ঃ চিত্রকেতু চ**—বিজয় ও চিত্রকেতু; **বসুমান্ দ্রবিড়ঃ ক্রতুঃ**—বসুমান, দ্রবিড় এবং ক্রতু; **জাম্ববত্যাঃ**—জাম্ববতীর; **সুতাঃ**—পুত্রগণ; **হি**—বস্তুত; **এতে**—এইসকল; **শাম্ব-আদ্যাঃ**—শাম্ব প্রমুখ; **পিতৃ**—তাঁদের পিতার দ্বারা; **সম্মতাঃ**—অনুগৃহীত।

অনুবাদ

সত্যভামার দশ পুত্র হলেন ভানু, সুভানু, স্বর্ভানু, প্রভানু, ভানুমান, চন্দ্রভানু, বৃহৎভানু, অতিভানু (অষ্টম), শ্রীভানু এবং প্রতিভানু। শাম্ব, সুমিত্র, পুরজিৎ, শতজিৎ, সহস্রজিৎ, বিজয়, চিত্রকেতু, বসুমান, দ্রবিড় ও ক্রতু ছিলেন জাম্ববতীর পুত্র। শাম্ব প্রমুখ এই দশজন ছিলেন তাঁদের পিতার অতি প্রিয়জন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের শেষে *পিতৃসম্মতাঃ* যুগ্ম শব্দটিকে শ্রীল জীব গোস্বামী অনুবাদ করে 'তাঁদের পিতার অতি প্রিয়জন' লিখেছেন। শব্দটি আরও বোঝাচ্ছে যে, এই সব পুত্রেরা, পূর্বে উল্লিখিত অন্যান্য পুত্রদের মতোই, যথার্থই তাঁদের মহিমান্বিত পিতা শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ মর্যাদাতেই সর্বজন স্বীকৃত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৩

বীরশ্চন্দ্রোঽশ্বসেনশ্চ চিত্রগুর্বেগবান্ বৃষঃ ।
আমঃ শঙ্কুর্বসুঃ শ্রীমান্ কুন্তির্নাগ্নজিতেঃ সুতাঃ ॥ ১৩ ॥

বীরঃ চন্দ্রঃ অশ্বসেনঃ চ—বীর, চন্দ্র এবং অশ্বসেন; **চিত্রগুঃ বেগবান্ বৃষঃ**—চিত্রগু, বেগবান এবং বৃষ; **আমঃ শঙ্কুঃ বসুঃ**—আম, শঙ্কু, এবং বসু; **শ্রীমান্**—শ্রীসম্পন্ন; **কুন্তিঃ**—কুন্তি; **নাগ্নজিতেঃ**—নাগ্নজিতীর; **সুতাঃ**—পুত্রগণ।

অনুবাদ

নাগ্নজিতীর পুত্রেরা ছিলেন বীর, চন্দ্র, অশ্বসেন, চিত্রগু, বেগবান, বৃষ, আম, শঙ্কু, বসু এবং শ্রীসম্পন্ন কুন্তি।

শ্লোক ১৪

শ্রুতঃ কবির্বৃষো বীরঃ সুবাহুর্ভদ্র একলঃ ।
শান্তির্দর্শঃ পূর্ণমাসঃ কালিন্দ্যাঃ সোমকোঽবরঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রুতঃ কবিঃ বৃষঃ বীরঃ—শ্রুত, কবি, বৃষ ও বীর; **সুবাহুঃ**—সুবাহু; **ভদ্রঃ**—ভদ্র; **একলঃ**—তাঁদের একজন; **শান্তিঃ দর্শঃ পূর্ণমাসঃ**—শান্তি, দর্শ, এবং পূর্ণমাস; **কালিন্দ্যা**—কালিন্দীর; **সোমকঃ**—সোমক; **অবরঃ**—কনিষ্ঠ।

অনুবাদ

শ্রুত, কবি, বৃষ, বীর, সুবাহু, ভদ্র, শান্তি, দর্শ এবং পূর্ণমাস এরা ছিলেন কালিন্দীর পুত্র। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন সোমক।

শ্লোক ১৫

প্রঘোষো গাত্রবান্ সিংহো বলঃ প্রবলঃ ঊর্ধগঃ ।
মাদ্র্যাঃ পুত্রা মহাশক্তিঃ সহ ওজোঽপরাজিতঃ ॥ ১৫ ॥

প্রঘোষঃ গাত্রবান্ সিংহঃ—প্রঘোষ, গাত্রবান এবং সিংহ; **বলঃ প্রবলঃ ঊর্ধগঃ**—বল, প্রবল ও ঊর্ধগ; **মাদ্র্যাঃ**—মাদ্রার; **পুত্রাঃ**—পুত্রগণ; **মহাশক্তিঃ সহঃ ওজঃ অপরাজিতঃ**—মহাশক্তি, সহ, ওজ এবং অপরাজিত।

অনুবাদ

মাদ্রার পুত্রগণ ছিলেন প্রঘোষ, গাত্রবান, সিংহ, বল, প্রবল, ঊর্ধগ, মহাশক্তি, সহ, ওজ এবং অপরাজিত।

তাৎপর্য

মাদ্রা লক্ষ্মণা নামেও পরিচিতা।

শ্লোক ১৬

বৃকো হর্ষোঽনিলো গৃধ্রো বর্ধনোন্নাদ এব চ ।
মহাংসঃ পাবনো বহ্নিমিত্রবিন্দাত্মজাঃ ক্ষুধিঃ ॥ ১৬ ॥

বৃকঃ হর্ষঃ অনিলঃ গৃধ্রঃ—বৃক, হর্ষ, অনিল এবং গৃধ্র; **বর্ধন-উন্নাদঃ**—বর্ধন এবং উন্নাদ; **এব চ**—ও; **মহাংসঃ পাবনঃ বহ্নিঃ**—মহাংস, পাবন এবং বহ্নি; **মিত্রবিন্দা**—মিত্রবিন্দার; **আত্মজাঃ**—পুত্রগণ; **ক্ষুধিঃ**—ক্ষুধি।

অনুবাদ

মিত্রবিন্দার পুত্রগণ ছিলেন বৃক, হর্ষ, অনিল, গৃধ্র, বর্ধন, উন্নাদ, মহাংস, পাবন, বহ্নি এবং ক্ষুধি।

শ্লোক ১৭

সংগ্রামজিদ্ বৃহৎসেনঃ শূরঃ প্রহরণোঽরিজিৎ ।
জয়ঃ সুভদ্রো ভদ্রায়া বাম আয়ুশ্চ সত্যকঃ ॥ ১৭ ॥

সংগ্রামজিৎ বৃহৎসেনঃ—সংগ্রামজিৎ এবং বৃহৎসেন; **শূরঃ প্রহরণঃ অরিজিৎ**—শূর, প্রহরণ এবং অরিজিৎ; **জয়ঃ সুভদ্রঃ**—জয় এবং সুভদ্র; **ভদ্রায়াঃ**—ভদ্রার (শৈব্যা); **বামঃ আয়ুঃ চ সত্যকঃ**—বাম, আয়ু এবং সত্যক।

অনুবাদ

বাম, আয়ু এবং সত্যকের সঙ্গে একত্রে সংগ্রামজিৎ, বৃহৎসেন, শূর, প্রহরণ, অরিজিৎ, জয় এবং সুভদ্র ছিলেন ভদ্রার পুত্র।

শ্লোক ১৮

দীপ্তিমাংস্তাম্রতপ্তাদ্যা রোহিণ্যাস্তনয়া হরেঃ ।
প্রদ্যুম্নাচ্চানিরুদ্ধোঽভূদ্ রুক্মবত্যাং মহাবলঃ ।
পুত্র্যাং তু রুক্মিনো রাজন্ নাম্না ভোজকটে পুরে ॥ ১৮ ॥

দীপ্তিমান্ তাম্রতপ্ত-আদ্যাঃ—দীপ্তিমান, তাম্রতপ্ত এবং অন্যান্যরা; **রোহিণ্যাঃ**—রোহিণীর (অবশিষ্ট ১৬,১০০ রাণীর প্রধানা); **তনয়াঃ**—পুত্রগণ; **হরেঃ**—শ্রীকৃষ্ণের; **প্রদ্যুম্নাৎ**—প্রদ্যুম্ন হতে; **চ**—এবং; **অনিরুদ্ধঃ**—অনিরুদ্ধ; **অভূৎ**—জন্ম হয়েছিল;

রুক্মবত্যাম্—রুক্মবতীর গর্ভে; **মহা-বলঃ**—মহাবলশালী; **পুত্র্যাম্**—কন্যার; **তু**—বস্তুত; **রুক্মিণঃ**—রুক্মীর; **রাজন্**—হে রাজন্ (পরীক্ষিৎ); **নাম্না**—নামক; **ভোজকটে পুরে**—রুক্মীর রাজ্য ভোজকোট নগরে।

অনুবাদ

দীপ্তিমান, তাম্রতপ্ত এবং অন্যান্যরা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ ও রোহিণীর পুত্র। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নের ঔরসে, রুক্মীর কন্যার রুক্মবতীর গর্ভে মহাবলশালী অনিরুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হে রাজন, যখন তাঁরা ভোজকোট নগরীতে বাস করছিলেন, তখনই এই সমস্ত ঘটেছিল।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের আটজন প্রধান রাণী হলেন রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, নাগ্নজিতী, কালিন্দী, লক্ষ্মণা, মিত্রবিন্দা এবং ভদ্রা। তাঁদের সকলের পুত্রদের কথা উল্লেখ করে শুকদেব গোস্বামী অবশিষ্ট রাণীদের প্রধানা রাণী রোহিণীর দুই প্রধান পুত্রের উল্লেখের মাধ্যমে এখন অন্যান্য ১৬,১০০ রাণীর পুত্রদের উল্লেখ করছেন।

শ্লোক ১৯

এতেষাং পুত্রপৌত্রাশ্চ বভূবুঃ কোটিশো নৃপ ।
মাতরঃ কৃষ্ণজাতীনাং সহস্রাণি চ ষোড়শ ॥ ১৯ ॥

এতেষাম্—এই সকলের; **পুত্র**—পুত্র; **পৌত্রাঃ**—এবং পৌত্রেরা; **চ**—এবং; **বভূবুঃ**—জন্মগ্রহণ করেছিল; **কোটিশঃ**—সহস্র কোটি; **নৃপ**—হে রাজন; **মাতরঃ**—জননী; **কৃষ্ণ-জাতীনাম্**—শ্রীকৃষ্ণের বংশধরগণের; **সহস্রাণি**—সহস্র; **চ**—এবং; **ষোড়শ**—ষোড়শ।

অনুবাদ

হে রাজন, শ্রীকৃষ্ণের পুত্রদের সহস্রকোটি পুত্র ও পৌত্র ছিল। ষোড়শ সহস্র জননী এই বংশের সৃষ্টি করেছিলেন।

শ্লোক ২০

শ্রীরাজোবাচ

কথং রুক্ম্যরিপুত্রায় প্রাদাদ্দুহিতরং যুধি ।
কৃষ্ণেন পরিভূতস্তং হন্তুং রন্ধ্রং প্রতীক্ষতে ।
এতদাখ্যাহি মে বিদ্বন্ দ্বিষোর্বৈবাহিকং মিথঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীরাজা উবাচ—রাজা বললেন; **কথম্**—কিভাবে; **রুক্মী**—রুক্মী; **অরি**—তাঁর শত্রুর; **পুত্রায়**—পুত্রের সঙ্গে; **প্রাদাৎ**—প্রদান করলেন; **দুহিতরম্**—তাঁর কন্যা; **যুধি**—যুদ্ধে; **কৃষ্ণেন**—কৃষ্ণের দ্বারা; **পরিভূতঃ**—পরাজিত; **তম্**—তাঁকে (শ্রীকৃষ্ণ); **হন্তুম্**—হত্যার জন্য; **রন্ধ্রম্**—সুযোগ; **প্রতীক্ষতে**—সে প্রতীক্ষা করছিল; **এতৎ**—এই; **আখ্যাহি**—দয়া করে বর্ণনা করুন; **মে**—আমাকে; **বিদ্বন্**—হে বিদ্বান; **দ্বিষোঃ**—দুই শত্রুর; **বৈবাহিকম্**—বৈবাহিক সম্বন্ধ; **মিথঃ**—তাদের মধ্যে।

অনুবাদ

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—কিভাবে রুক্মী তাঁর শত্রুর পুত্রকে তাঁর কন্যা সম্প্রদান করতে পারলেন? শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা রুক্মী পরাজিত হয়েছিল এবং শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করতে সুযোগের জন্য অপেক্ষা করছিল। হে সর্বজ্ঞ—কিভাবে এই দুই বৈরী দল বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল, দয়া করে তা আমাকে বুঝিয়ে দিন।

শ্লোক ২১

অনাগতমতীতং চ বর্তমানমতীন্দ্রিয়ম্ ।
বিপ্রকৃষ্টং ব্যবহিতং সম্যক্ পশ্যন্তি যোগিনঃ ॥ ২১ ॥

অনাগতম্—অনাগত; **অতীতম্**—অতীত; **চ**—ও; **বর্তমানম্**—বর্তমান; **অতীন্দ্রিয়ম্**—অতীন্দ্রিয়; **বিপ্রকৃষ্টম্**—দূরস্থিত; **ব্যবহিতম্**—ব্যবধান বিশিষ্ট; **সম্যক্**—সম্পূর্ণরূপে; **পশ্যন্তি**—দর্শন করে; **যোগিনঃ**—যোগীরা।

অনুবাদ

যা এখনও ঘটেনি, এবং অতীতের কিংবা বর্তমানের যা কিছু ব্যাপার, তা ইন্দ্রিয়াতীত, বহুদূরবর্তী, কিংবা প্রাকৃতিক বাধাবিপত্তির মধ্যে হলেও, যোগীরা সবই যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নকে কেন রুক্মী তাঁর কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন তা ব্যাখ্যা করার জন্য এখানে রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে উদ্বুদ্ধ করছেন। রাজা গুরুত্ব সহকারে বলছেন, যেহেতু শুকদেব গোস্বামীর মতো মহান যোগীরা সমস্তকিছু জানেন, তাই মুনিবর অবশ্যই তা অবগত আছেন এবং উদ্বিগ্ন রাজাকে তাঁর সবই বর্ণনা করা উচিত।

শ্লোক ২২

শ্রীশুক উবাচ

বৃতঃ স্বয়ংবরে সাক্ষাদনঙ্গোঽঙ্গযুতস্তয়া ।
রাজ্ঞঃ সমেতান্ নির্জিত্য জহারৈকরথো যুধি ॥ ২২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **বৃতঃ**—বরণ করেছিলেন; **স্বয়ংবরে**—তাঁর স্বয়ম্বর সভায়; **সাক্ষাৎ**—স্বয়ং; **অনঙ্গঃ**—কামদেব; **অঙ্গ-যুতঃ**—দেহধারী; **তয়া**—তাঁর দ্বারা; **রাজ্ঞঃ**—রাজারা; **সমেতান্**—সমবেত; **নির্জিত্য**—পরাজিত করে; **জহার**—তিনি তাঁকে হরণ করেছিলেন; **এক-রথঃ**—একটিমাত্র রথে; **যুধি**—যুদ্ধে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—রুক্মবতী তাঁর স্বয়ম্বর সভায় কামদেবের মূর্তপ্রকাশ প্রদ্যুম্নকে স্বয়ং বরণ করেছিলেন। অতঃপর, প্রদ্যুম্ন একটিমাত্র রথে একাকী যুদ্ধ করেও সমবেত সমস্ত রাজাদের পরাস্ত করে রুক্মবতীকে নিয়ে চলে যান।

শ্লোক ২৩

যদ্যপ্যনুস্মরন্ বৈরং রুক্মী কৃষ্ণাবমানিতঃ ।
ব্যতরদ্ ভাগিনেয়ায় সুতাং কুর্বন্ স্বসুঃ প্রিয়ম্ ॥ ২৩ ॥

যদি অপি—যদিও; **অনুস্মরন্**—সর্বদা স্মরণ করে; **বৈরম্**—তাঁর বৈরীভাব; **রুক্মী**—রুক্মী; **কৃষ্ণ**—শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা; **অবমানিতঃ**—অপমানিত; **ব্যতরৎ**—অনুমোদন করলেন; **ভাগিনেয়ায়**—ভাগিনেয়; **সুতাম্**—তাঁর কন্যা; **কুর্বন্**—আচরণ করে; **স্বসুঃ**—তাঁর ভগিনীর; **প্রিয়ম্**—প্রীতির জন্য।

অনুবাদ

যদিও রুক্মী তাঁর অপমানকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর বৈরীভাব সর্বদা স্মরণ করতেন, কিন্তু তাঁর ভগিনীকে সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি তাঁর ভাগিনেয়র সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ অনুমোদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত, তাঁর ভগিনী রুক্মিণীকে সন্তুষ্ট করার জন্যই প্রদ্যুম্নের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ রুক্মী অনুমোদন করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

রুক্মিণ্যাস্তনয়াং রাজন্ কৃতবর্মসুতো বলী ।
উপযেমে বিশালাক্ষীং কন্যাং চারুমতীং কিল ॥ ২৪ ॥

রুক্মিণ্যাঃ—রুক্মিণীর; **তনয়াম্**—কন্যা; **রাজন্**—হে রাজন; **কৃতবর্ম-সুতঃ**—কৃতবর্মার পুত্র; **বলী**—বলী নামে; **উপযেমে**—বিবাহ করলেন; **বিশাল**—বিস্তৃত; **অক্ষীম্**—যাঁর দুই নয়ন; **কন্যাম্**—কনিষ্ঠা, নিরীহ কন্যা; **চারুমতীম্**—চারুমতী নামে; **কিল**—বস্তুত।

অনুবাদ

হে রাজন, কৃতবর্মার পুত্র বলী, রুক্মিণীর কনিষ্ঠা কন্যা, বিস্তৃত নয়না চারুমতীকে বিবাহ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, শ্রীভগবানের প্রত্যেক রাণীর একটি করে কন্যা ছিল এবং তাই চারুমতীর এই বিবাহের উল্লেখ করে অন্য সকল রাজকন্যাদের বিবাহের প্রসঙ্গ অবতারণা করা হল।

শ্লোক ২৫

দৌহিত্রায়ানিরুদ্ধায় পৌত্রীং রুক্ম্যদদাদ্ধরেঃ ।
রোচনাং বদ্ধবৈরোঽপি স্বসুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ।
জানন্নধর্মং তদ্‌যৌনং স্নেহপাশানুবন্ধনঃ ॥ ২৫ ॥

দৌহিত্রায়—তাঁর কন্যার পুত্রকে; **অনিরুদ্ধায়**—অনিরুদ্ধ; **পৌত্রীম্**—তাঁর পৌত্রী; **রুক্মী**—রুক্মী; **আদদাৎ**—সম্প্রদান করলেন; **হরেঃ**—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি; **রোচনাম্**—রোচনা নামক; **বদ্ধ**—বন্ধন; **বৈরঃ**—শত্রুতা; **অপি**—যদিও; **স্বসুঃ**—তাঁর ভগিনী; **প্রিয়-চিকীর্ষয়া**—সন্তুষ্ট করতে চেয়ে; **জানন্**—অবগত হয়ে; **অধর্মম্**—ধর্মবিরুদ্ধ; **তৎ**—সেই; **যৌনম্**—বিবাহ; **স্নেহ**—স্নেহের; **পাশ**—রজ্জু দ্বারা **অনু-বন্ধনঃ**—যার বন্ধন।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীহরির সঙ্গে রুক্মীর অবিরাম শত্রুতা থাকা সত্ত্বেও রুক্মী তাঁর পৌত্রী রোচনাকে তাঁর দৌহিত্র অনিরুদ্ধের কাছে সম্প্রদান করেছিলেন। যদিও, রুক্মী এই বিবাহকে ধর্ম-বিরুদ্ধ বিবেচনা করেছিলেন, কিন্তু তিনি স্নেহপাশে আবদ্ধ হয়ে তাঁর ভগিনীকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বিশ্লেষণ করছেন যে, জাগতিক আচার অনুসারে কারও তিক্ত শত্রুর দৌহিত্রের সঙ্গে কারও স্নেহের পৌত্রীর বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। তাই আমরা বিধিনিষেধ পেয়ে থাকি—*দ্বিষদন্নং ন ভোক্তব্যং দ্বিষন্তং নৈব ভোজয়েৎ* "শত্রুর খাদ্য খাওয়া অথবা শত্রুকে খাদ্য দেওয়া উচিত নয়।" এই বিষয়ে আরও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে—*অস্বর্গ্যং লোকবিদ্বিষ্টং ধর্মমপ্যাচরেন্নহি* অর্থাৎ "কোনও ধর্মীয় বিধি কারও স্বর্গ যাত্রার পথে প্রতিবন্ধকতা হলে অথবা তা মানব সমাজের পক্ষে বিরক্তিকর হলে, তা পালন করা অনুচিত।"

এখানে উল্লেখ করা উচিত যে, প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ কারও শত্রু নন। *ভগবদ্গীতায়* (৫/২৯) শ্রীভগবান যেমন বলছেন—*সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি*—"আমি সকল জীবের শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, একথা হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমে জীব শান্তি লাভ করে।" যদিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলের বন্ধু, কিন্তু রুক্মী এই সত্য স্বীকার করতে পারেনি এবং শ্রীকৃষ্ণকে তার শত্রু রূপে বিবেচনা করেছিল। তবুও তার ভগিনীর জন্য স্নেহবশতঃ অনিরুদ্ধকে তার পৌত্রী সম্প্রদান করেছিল।

অবশেষে উল্লিখিত নিষেধাজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত যে, সাধারণ মানুষের কাছে পারমার্থিক জীবনের মূল নীতিগুলি যেহেতু মনোমত হয় না, তাই কেবল সেই কারণেই কেউ যেন এই ধরনের নীতি বর্জন না করে। যেমন, শ্রীকৃষ্ণ *গীতায়* (১৮/৬৬) বলছেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।* পারমার্থিক সমস্ত কর্তব্যের শেষ লক্ষ্য শ্রীভগবানের শরণাগত হওয়া এবং এই কর্তব্যটি সকল গৌণ বিধিসমূহের উর্ধ্বেই স্থান পায়। অধিকন্তু, এই যুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃপা করে একটি মনোরম পন্থা উপস্থাপন করেছেন যা সকল ঐকান্তিক মানুষকে শ্রীভগবানের শরণাগত হওয়ার জন্য আকর্ষণ করবে। যে কেউই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পন্থায় কীর্তন, নৃত্য, প্রসাদ সেবন ও পারমার্থিক দর্শন তত্ত্ব আলোচনা করার আনন্দময় পন্থা অনুসরণ করে সহজেই তাঁর আলয় ভগবদ্ধামে, নিত্য আনন্দ ও জ্ঞানময় জীবনে ফিরে যেতে পারবে।

তবুও মানুষ বলতে পারে যে, পাশ্চাত্য দেশের সাধারণ মানুষকে বিরক্ত করতে পারে, এমন অনুষ্ঠান বা আচরণ অনুশীলন করা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যদের উচিত নয়। এর উত্তরে আমরা বলি, পাশ্চাত্যের দেশগুলিতেও মানুষ যখন যথাযথভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের কার্যাবলী অবগত হয় তখন তারা সাধারণ এই মহান্ পারমার্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রশংসা করে থাকে। যারা বিশেষভাবে শ্রীভগবানের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ, তারা কোনও ধরনের ধর্মীয় আন্দোলনেরই প্রশংসা

করে না এবং যেহেতু এই ধরনের মানুষ পশুর চেয়ে সামান্য উন্নত, তাই তারা এই মহান কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনকে ব্যাহত করতে পারে না, ঠিক যেমন বিদ্বেষপরায়ণ রুক্মী শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ লীলার অনুষ্ঠানকে ব্যাহত করতে পারেনি।

শ্লোক ২৬

তস্মিন্নভ্যুদয়ে রাজন্ রুক্মিণী রামকেশবৌ ।
পুরং ভোজকটং জগ্মুঃ সাম্বপ্রদ্যুম্নকাদয়ঃ ॥ ২৬ ॥

তস্মিন্—সেই উপলক্ষ্যে; **অভ্যুদয়ে**—আনন্দময় ঘটনা; **রাজন্**—হে রাজন; **রুক্মিণী**—রুক্মিণী; **রাম-কেশবৌ**—বলরাম ও কৃষ্ণ; **পুরম্**—নগরীতে; **ভোজকটম্**—ভোজকট; **জগ্মু**—গমন করলেন; **সাম্ব-প্রদ্যুম্নক-আদয়ঃ**—সাম্ব, প্রদ্যুম্ন ও অন্যান্য সকলে।

অনুবাদ

হে রাজন, সেই বিবাহের আনন্দময় উৎসবে রাণী রুক্মিণী, শ্রীবলরাম, শ্রীকৃষ্ণ এবং সাম্ব ও প্রদ্যুম্ন প্রমুখ শ্রীভগবানের বিভিন্ন পুত্রগণ ভোজকট নগরে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৭-২৮

তস্মিন্ নিবৃত্ত উদ্বাহে কালিঙ্গপ্রমুখা নৃপাঃ ।
দৃপ্তাস্তে রুক্মিণং প্রোচুর্বলমক্ষৈর্বিনির্জয় ॥ ২৭ ॥
অনক্ষজ্ঞো হ্যয়ং রাজন্নপি তদ্ব্যসনং মহৎ ।
ইত্যুক্তো বলমাহূয় তেনাক্ষৈরুক্ম্যদীব্যত ॥ ২৮ ॥

তস্মিন্—যখন সেই; **নিবৃত্তে**—সমাপ্ত হয়েছিল; **উদ্বাহে**—বিবাহ উৎসব; **কালিঙ্গ-প্রমুখাঃ**—কলিঙ্গরাজ প্রমুখ; **নৃপাঃ**—রাজরা; **দৃপ্তাঃ**—উদ্ধত; **তে**—তারা; **রুক্মিণম্**—রুক্মীকে; **প্রোচুঃ**—বলল; **বলম্**—বলরাম; **অক্ষৈঃ**—অক্ষক্রীড়ায়; **বিনির্জয়**—তোমার পরাস্ত করা উচিত; **অনক্ষ-জ্ঞঃ**—অক্ষ দ্বারা দ্যূতক্রীড়ায় অভিজ্ঞ নয়; **হি**—বস্তুত; **অয়ম্**—তিনি; **রাজন্**—হে রাজন; **অপি**—যদিও; **তৎ**—তার প্রতি; **ব্যসনম্**—তাঁর আসক্তি রয়েছে; **মহৎ**—অতিশয়; **ইতি**—এইভাবে; **উক্তঃ**—কথিত হলে; **বলম্**—শ্রীবলরাম; **আহূয়**—আহ্বান করে; **তেন**—তাঁর সঙ্গে; **অক্ষৈঃ**—অক্ষ; **রুক্মী**—রুক্মী; **অদীব্যত**—খেললেন।

অনুবাদ

বিবাহের পর কলিঙ্গরাজ প্রমুখ একদল উদ্ধত রাজা রুক্মীকে বলল, "তোমার বলরামকে অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত করা উচিত। হে রাজন, তিনি অক্ষক্রীড়ায় অভিজ্ঞ নন, কিন্তু তবুও তিনি এর প্রতি যথেষ্ট আসক্ত।" এইভাবে পরামর্শ পেয়ে রুক্মী বলরামকে আহ্বান করে তাঁর সঙ্গে দ্যূতক্রীড়া শুরু করল।

শ্লোক ২৯

শতং সহস্রমযুতং রামস্তত্রাদদে পণম্ ।
তং তু রুক্ম্যজয়ৎ তত্র কালিঙ্গঃ প্রাহসদ্ বলম্ ।
দন্তান্ সন্দর্শয়ন্নুচ্চৈর্নামৃষ্যৎ তদ্বলায়ুধঃ ॥ ২৯ ॥

শতম্—একশত; **সহস্রম্**—এক হাজার; **অযুতম্**—দশ হাজার; **রামঃ**—শ্রীবলরাম; **তত্র**—সেই ক্রীড়ায়; **আদদে**—স্বীকার করলেন; **পণম্**—পণ; **তম্**—সেই; **তু**—কিন্তু; **রুক্মী**—রুক্মী; **অজয়ৎ**—বিজয়ী হল; **তত্র**—তখন; **কালিঙ্গঃ**—কলিঙ্গরাজ; **প্রাহসৎ**—উচ্চঃস্বরে হাসলেন; **বলম্**—শ্রীবলরামের দিকে; **দন্তান্**—তার দাঁত; **সন্দর্শয়ন্**—প্রদর্শন করে; **উচ্চৈঃ**—সকলের সামনে; **ন অমৃতস্যাৎ**—ক্ষমা করলেন না; **তৎ**—সেই; **হলায়ুধঃ**—হল অস্ত্র বহনকারী, বলরাম।

অনুবাদ

সেই ক্রীড়ায় শ্রীবলরাম প্রথমে একশত, তারপর এক সহস্র, তারপর দশ সহস্র মুদ্রা পণ স্বীকার করলেন। প্রথম পর্যায়ে রুক্মী জয়লাভ করলে কলিঙ্গের রাজা বলরামের দিকে তার সমস্ত দন্ত প্রদর্শন করে উচ্চস্বরে হেসে উঠল। শ্রীবলরাম তা সহ্য করতে পারলেন না।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে, পণ দেওয়া হয়েছিল স্বর্ণমুদ্রায়। যখন তিনি কলিঙ্গরাজের সামগ্রিক অপরাধ দর্শন করলেন, তখন শ্রীবলরাম অন্তরে যথেষ্ট ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন।

শ্লোক ৩০

ততো লক্ষং রুক্ম্যগৃহ্ণাদ্ গ্লহং তত্রাজয়দ্ বলঃ ।
জিতবানহমিত্যাহ রুক্মী কৈতবমাশ্রিতঃ ॥ ৩০ ॥

ততঃ—অতঃপর; **লক্ষম্**—এক লক্ষ; **রুক্মী**—রুক্মী; **অগৃহ্ণাৎ**—স্বীকার করল; **গ্লহম্**—বাজি; **তত্র**—সেই; **অজয়ৎ**—বিজয়ী হলেন; **বলঃ**—শ্রীবলরাম; **জিতবান্**—

জিতেছি; **অহম্**—আমি; **ইতি**—এইভাবে; **আহ**—বলল; **রুক্মী**—রুক্মী; **কৈতবম্**—কপটতা; **আশ্রিতঃ**—আশ্রয় নিয়ে।

অনুবাদ

অতঃপর রুক্মী এক লক্ষ মুদ্রার বাজি স্বীকার করল যা শ্রীবলরাম জিতলেন। কিন্তু রুক্মী "আমিই বিজয়ী!" ঘোষণা করে কপটতা করার চেষ্টা করল।

শ্লোক ৩১

মন্যুনা ক্ষুভিতঃ শ্রীমান্ সমুদ্র ইব পর্বণি ।
জাত্যারুণাক্ষোঽতিরুষা ন্যর্বুদং গ্লহমাদদে ॥ ৩১ ॥

মন্যুনা—ক্রোধ দ্বারা; **ক্ষুভিতঃ**—ক্ষোভিত হয়ে; **শ্রীমান্**—সৌন্দর্যের অথবা সুন্দরী লক্ষ্মীদেবীর ধারক; **সমুদ্রঃ**—সমুদ্র; **ইব**—তুল্য; **পর্বণি**—পূর্ণিমার দিন; **জাত্যা**—স্বাভাবিক; **অরুণ**—রক্তাভ; **অক্ষঃ**—নেত্রদ্বয়; **অতি**—অত্যন্ত; **রুষা**—ক্রোধের সঙ্গে; **ন্যর্বুদম্**—দশ কোটি; **গ্লহম্**—পণ; **আদদে**—স্বীকার করলেন।

অনুবাদ

পূর্ণিমার দিনের সমুদ্রের মতো ক্রোধে ক্ষোভিত হয়ে সুদর্শন শ্রীবলরাম, তাঁর স্বাভাবিক অরুণবর্ণের দুই নেত্র ক্রোধে আরও রক্তবর্ণ করে দশ কোটি স্বর্ণ মুদ্রা পণ স্বীকার করলেন।

শ্লোক ৩২

তং চাপি জিতবান্ রামো ধর্মেণ ছলমাশ্রিতঃ ।
রুক্মী জিতং ময়াত্রেমে বদন্তু প্রাশ্নিকা ইতি ॥ ৩২ ॥

তম্—সেটি; **চ অপি**—ও; **জিতবান্**—জয়ী হলেন; **রামঃ**—শ্রীবলরাম; **ধর্মেণ**—ধর্মতঃ; **ছলম্**—ছল; **আশ্রিতঃ**—আশ্রয় করে; **রুক্মী**—রুক্মী; **জিতম্**—জয় হয়েছে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **অত্র**—এই বিষয়ে; **ইমে**—এই সকল; **বদন্তু**—বলুন; **প্রাশ্নিকা**—প্রত্যক্ষদর্শীরা; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

শ্রীবলরাম যথার্থই এই পণটিও জিতলেন, কিন্তু রুক্মী পুনরায় ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করে ঘোষণা করল, "আমি জিতেছি! প্রত্যক্ষদর্শীরা এখানে বলুন তাঁরা কি দেখেছিলেন।"

তাৎপর্য

যখন রুক্মী প্রত্যক্ষদর্শীদের বলার জন্য আহ্বান করল, তখন তার মনে নিঃসন্দেহে তার বন্ধুরাই ছিল। কিন্তু যখন তার প্রত্যক্ষদর্শীরাও তাদের কপট বন্ধুকে সাহায্য

করার জন্য প্রস্তুত হল, তখনই একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটল, যা পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৩

তদাব্রবীন্নভোবানী বলেনৈব জিতো গ্লহঃ ।
ধর্মতো বচনেনৈব রুক্মী বদতি বৈ মৃষা ॥ ৩৩ ॥

তদা—তখন; **অব্রবীৎ**—বলেছিল; **নভঃ**—আকাশে; **বাণী**—এক কণ্ঠস্বর; **বলেন**—শ্রীবলরাম; **এব**—প্রকৃতপক্ষে; **জিতঃ**—জয়লাভ করেছেন; **গ্লহঃ**—পণ; **ধর্মতঃ**—ধর্মতঃ; **বচনেন**—কথা; **এব**—নিশ্চিতরূপে; **রুক্মী**—রুক্মী; **বদতি**—বলছে; **বৈ**—বস্তুত; **মৃষা**—মিথ্যা।

অনুবাদ

ঠিক তখনই আকাশ হতে এক কণ্ঠস্বর ঘোষণা করল, "ধর্মতঃ বলরাম এই পণ জিতেছেন। রুক্মী নিশ্চিতরূপে মিথ্যা কথা বলছেন।"

শ্লোক ৩৪

তামনাদৃত্য বৈদর্ভো দুষ্টরাজন্যচোদিতঃ ।
সঙ্কর্ষণং পরিহসন্ বভাষে কালচোদিতঃ ॥ ৩৪ ॥

তাম্—সেই কণ্ঠস্বর; **অনাদৃত্য**—অবজ্ঞা করে; **বৈদর্ভঃ**—বিদর্ভের যুবরাজ রুক্মী; **দুষ্ট**—অসৎ; **রাজন্য**—রাজাদের দ্বারা; **চোদিতঃ**—উৎসাহিত; **সঙ্কর্ষণম্**—শ্রীবলরামকে; **পরিহসন্**—পরিহাস করে; **বভাষে**—সে বলল; **কাল**—কালের বেগ দ্বারা; **চোদিতঃ**—সক্রিয়।

অনুবাদ

অসৎ রাজাদের প্ররোচনার রুক্মী দৈববাণী অবজ্ঞা করল। প্রকৃতপক্ষে, অদৃষ্ট স্বয়ং রুক্মীকে প্ররোচিত করছিল এবং তাই সে শ্রীবলরামকে এইভাবে উপহাস করতে থাকল।

শ্লোক ৩৫

নৈবাক্ষকোবিদা যূয়ং গোপালা বনগোচরাঃ ।
অক্ষৈর্দীব্যন্তি রাজানো বার্ষ্ণেশ্চ ন ভবাদৃশাঃ ॥ ৩৫ ॥

ন—না; **এব**—প্রকৃতপক্ষে; **অক্ষ**—অক্ষক্রীড়ায়; **কোবিদাঃ**—অভিজ্ঞ; **যূয়ম্**—তোমরা; **গোপালাঃ**—গোপগণ; **বন**—বনে; **গোচরাঃ**—গোচারণে; **অক্ষৈঃ**—অক্ষ

দ্বারা; **দিব্যন্তি**—ক্রীড়া; **রাজনঃ**—রাজারা; **বাণৈঃ**—বাণ দ্বারা; **চ**—এবং; **ন**—না; **ভবাদৃশাঃ**—তোমার মতো।

অনুবাদ

[রুক্মী বলল—] তোমরা গোপালকরা বনে বনে বিচরণ কর, অক্ষক্রীড়া সম্বন্ধে কিছুই জানো না। অক্ষক্রীড়া এবং বাণ দ্বারা ক্রীড়া করা কেবলমাত্র রাজাদের জন্য, তোমাদের মতো মানুষদের জন্য নয়।

শ্লোক ৩৬

রুক্মিণৈবমধিক্ষিপ্তো রাজভিশ্চোপহাসিতঃ ।
ক্রুদ্ধঃ পরিঘমুদ্যম্য জঘ্নে তং নৃম্ণসংসদি ॥ ৩৬ ॥

রুক্মিণা—রুক্মী দ্বারা; **এবম্**—এইভাবে; **অধিক্ষিপ্তঃ**—অপমানিত; **রাজাভিঃ**—রাজাদের দ্বারা; **চ**—এবং; **উপহাসিতঃ**—উপহসিত; **ক্রুদ্ধঃ**—ক্রুদ্ধ; **পরিঘম্**—তাঁর গদা; **উদ্যম্য**—উদ্যত করে; **জঘ্নে**—তিনি আঘাতে বধ করলেন; **তম্**—তাকে; **নৃম্ণ-সংসদি**—মঙ্গল সভায়।

অনুবাদ

এইভাবে রুক্মীর কাছে অপমানিত হয়ে এবং রাজাদের দ্বারা উপহসিত হয়ে শ্রীবলরাম ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। সেই পবিত্র বিবাহ সভার মধ্যে তিনি তাঁর গদা উদ্যত করে রুক্মীকে আঘাত করে বধ করলেন।

শ্লোক ৩৭

কলিঙ্গরাজং তরসা গৃহীত্বা দশমে পদে ।
দন্তানপাতয়ৎ ক্রুদ্ধো যোঽহসদ্বিবৃতৈর্দ্বিজৈঃ ॥ ৩৭ ॥

কলিঙ্গ-রাজম্—কলিঙ্গের রাজা; **তরসা**—দ্রুত; **গৃহীত্বা**—ধারণ করে; **দশমে**—তাঁর দশম; **পদে**—পদক্ষেপে যেহেতু সে পলায়ন করছিল; **দন্তান্**—তার দাঁত; **অপাতয়ৎ**—তিনি উৎপাটিত করলেন; **ক্রুদ্ধঃ**—ক্রুদ্ধ; **যঃ**—যে; **অহসৎ**—হেসেছিল; **বিবৃতৈ**—বিকশিত করে; **দ্বিজৈঃ**—দন্ত।

অনুবাদ

শ্রীবলরামের দিকে তাকিয়ে তার দন্ত প্রদর্শন করে যে কলিঙ্গের রাজা উপহাস করেছিল, সে এবার পালাতে চেষ্টা করল, কিন্তু ক্রুদ্ধ ভগবান শীঘ্রই তাঁর দশম পদক্ষেপে তাকে ধরে ফেললেন এবং তার সবকটি দাঁত উৎপাটন করলেন।

শ্লোক ৩৮

অন্যে নির্ভিন্নবাহূরুশিরসো রুধিরোক্ষিতাঃ ।
রাজানো দুদ্রুবুর্ভীতা বলেন পরিঘার্দিতাঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্যে—অন্যান্যরা; **নির্ভিন্ন**—ভঙ্গ; **বাহু**—তাদের বাহু; **উরু**—উরু; **শিরসঃ**—এবং মস্তক; **রুধির**—রক্ত দ্বারা; **উক্ষিতাঃ**—সিক্ত; **রাজানঃ**—রাজারা; **দুদ্রুবুঃ**—পলায়ন করল; **ভীতাঃ**—ভীত হয়ে; **বলেন**—শ্রীবলরাম দ্বারা; **পরিঘ**—তাঁর গদার; **অর্দিতাঃ**—পীড়িত হয়ে।

অনুবাদ

শ্রীবলরামের গদায় বিপর্যস্ত হয়ে অন্যান্য রাজারা ভয়ে পলায়ন করল, তাদের বাহু, উরু ও মস্তক বিদীর্ণ হয়েছিল এবং তাদের দেহ রক্তে ভিজে উঠেছিল।

শ্লোক ৩৯

নিহতে রুক্মিণি শ্যালে নাব্রবীৎ সাধ্বসাধু বা ।
রুক্মিণীবলয়ো রাজন্ স্নেহভঙ্গভয়াদ্ধরিঃ ॥ ৩৯ ॥

নিহতে—নিহত হওয়ায়; **রুক্মীণি**—রুক্মী; **শ্যালে**—তার শ্যালক; **ন অব্রবীৎ**—বললেন না; **সাধু**—ভাল; **অসাধু**—মন্দ; **বা**—বা; **রুক্মিণী-বলয়ো**—রুক্মিণী এবং বলরামের; **রাজন্**—হে রাজন; **স্নেহ**—স্নেহ; **ভঙ্গ**—ভঙ্গের; **ভয়াৎ**—ভয়বশতঃ; **হরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

হে রাজন, যখন শ্রীকৃষ্ণের শ্যালক রুক্মী নিহত হয়েছিল, তখন তিনি তা সমর্থনও করলেন না কিম্বা বিরোধিতাও করলেন না, কারণ তিনি রুক্মিণী অথবা বলরাম উভয়ের সাথে স্নেহবন্ধন ভঙ্গ হওয়ার ভয়ে ভীত ছিলেন।

শ্লোক ৪০

ততোঽনিরুদ্ধং সহ সূর্যয়া বরং
রথং সমারোপ্য যযুঃ কুশস্থলীম্ ।
রামাদয়ো ভোজকটাদ্দশার্হাঃ
সিদ্ধাখিলার্থা মধুসূদনাশ্রয়াঃ ॥ ৪০ ॥

তত—অতঃপর; **অনিরুদ্ধম্**—অনিরুদ্ধ; **সহ**—সহ একত্রে; **সূর্যয়া**—তার বধূ; **বরম্**—বর; **রথম্**—তাঁর রথে; **সমারোপ্য**—আরোহণ করিয়ে; **যযুঃ**—তারা গমন

করলেন; **কুশস্থলীম্**—কুশস্থলীতে (দ্বারকায়); **রাম-আদয়ঃ**—শ্রীবলরাম প্রমুখ; **ভোজকটাৎ**—ভোজকট থেকে; **দশার্হাঃ**—দশার্হর বংশধরগণ; **সিদ্ধ**—পূর্ণ করে; **অখিল**—সকল; **অর্থাঃ**—উদ্দেশ্যগুলি; **মধুসূদন**—শ্রীকৃষ্ণের; **আশ্রয়াঃ**—আশ্রিত।

অনুবাদ

অতঃপর শ্রীবলরাম প্রমুখ দশার্হ বংশধরগণ অনিরুদ্ধ ও তাঁর বধূকে একটি সুন্দর রথে উপবেশন করিয়ে ভোজকট থেকে দ্বারকায় যাত্রা করলেন। শ্রীমধুসূদনের আশ্রয় গ্রহণ করে তারা তাদের সকল উদ্দেশ্য সাধন করেছিল।

তাৎপর্য

যদিও রুক্মিণী ছিলেন সকল দাশার্হগণের অত্যন্ত প্রিয়, তাঁর ভ্রাতা রুক্মী সেই রুক্মিণীর বিবাহের সময় থেকেই অনবরত শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধাচরণ করছিল ও তাঁকে অপমান করছিল। তাই, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে, রুক্মীর সহসা মৃত্যুতে শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদগণ তেমন শোক করেননি।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'শ্রীবলরাম রুক্মীকে বধ করলেন' নামক একষষ্টিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।